২৫-০৪-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা কর্মযোগী, সবসময় চলতে ফিরতে তোমাদের স্মরণের অভ্যাস করতে হবে, অবিরত বাবার স্মরণে থেকে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করো"

প্রশ্নঃ - নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চাদের মুখ্য নিদর্শণ কি ?

উত্তরঃ - বাবার প্রতি তাদের পূর্ণ ভালবাসা থাকবে । তারা বাবার প্রতিটা আদেশ পূর্ণরূপে পালন করবে । তাদের বুদ্ধি বাইরের জগতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে পারেনা । তারা রাত্রি জেগেও বাবাকে স্মরণ করবে । স্মরণে থেকে ভোজন তৈরি করবে ।

গীতঃ- তোমার নিশিথ কেটেছে শয়নে, দিবস গেছে ভোজনে.....

ওম্ শান্তি । সর্বাগ্রে, বাচ্চারা তোমাদের এই বিশ্বাস থাকা উচিত্ যে, বাবা এখানকার নিবাসী নন । পরমধাম থেকে এসে তিনি আমাদের পড়ান । কি পড়ান ? মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে উচ্চতম থেকেও উচ্চ বাবা, আমাদের উচ্চতম থেকেও উঁচু পড়া পড়াচ্ছেন । এই পড়া অতি প্রসিদ্ধ । এই পড়ার মাধ্যমে অসুর থেকে দেবতায় এবং বানরেরা মন্দিরে বিরাজিত পূজ্যতে পরিণত হয় । মানুষের মতন মুখ হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিকার সেই বানরের থেকে অধিক থাকে । বানরের ক্ষমতার থেকে মানুষের ক্ষমতা অনেক বেশী, তারা অনেককিছু শিখে শক্তি কায়েম করে । এখানেও কেউ কেউ বাবার থেকে শিখে স্বর্গের রাজধানী স্থাপন করে । কেউ আবার সায়েন্স পড়ে নরকের বিনাশ করে । যথাযথভাবে এখন এই সময়ে স্থাপনা এবং বিনাশের কাজ হচ্ছে । বিনাশ সবসময় পুরানো জিনিসেরই হয় । তারা সবাই রাবণকে সেলাম করে । একমাত্র তোমরাই রামকে সেলাম করো । তোমরা বাচ্চারা রাম এবং রাবণ উভয়কেই জানো । মানুষ বলে, ব্যাস গীতা শুনিয়েছেন । গীতায় তারা ভগবানুবাচ বলে যা উল্লেখ করেছে তা' সত্য । কিন্তু তারা ভগবানের নাম পরিবর্তন করে তাকে মিথ্যে করে দিয়েছে । বাবা তোমাদের অনেক বুঝিয়েছেন । প্রদর্শনীতে একটা কথা শুধু মানুষকে বুঝে নিতে হবে যে, গীতার ভগবান নিরাকার শিব কোনও মানুষ নন, তবুও তারা এটা বোঝেনা । এও ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে । একমাত্র সন্ন্যাসীরা তাদের নিজেদের অসুখী মনে করেনা । বাস্তবে, তারাও নিশ্চয়ই অসুখী, তবুও তারা বলবে যে, তারা অসুখী নয়; অথবা বলবে এই দেহ অসুখী, আত্মা কখনও অসুখী হয়না । তারা বলে, আত্মা যে, সেই তো পরমাত্মা, তাহলে আত্মা কিভাবে দুঃখী হতে পারে ! এই জ্ঞান রং নলেজ । এখন এই ভূমি অসত্যের । ভারত যখন স্বর্গ ছিল, তখন ছিল সত্যভূমি । বাবা বোঝান, ড্রামা অনুসারে দিন -দিন দুঃখ বেড়েই চলবে । যতই তোমরা যজ্ঞ করো অথবা দান পুণ্য করো না কেন তবুও তার ফলাফল কি হবে ? তোমরা ক্রমশঃ সেই নীচেই নামবে । এই সময়ে তারা নরকের, ১00% ভ্রষ্টাচারী বাসিন্দা । এই কারণে, এমন সময় বাবা আসেন যখন সবাই দুঃখী এবং সমস্ত অ্যাক্টররা এখানে নীচে নেমে এসেছে । কিছু এখনও আসছে, তবে মেজরিটি এসে গেছে । কিন্তু মানুষ এখন আরও দুঃখী হয়ে যাবে, তারা ঈশ্বরকে স্মরণ করবে । ভগবান তো তোমাদের নিজেই পড়ান । তাহলে ! কত ভালোভাবে তোমাদের পড়া উচিত্ ! বাবা, টিচার, সদ্গুরু এই তিনই একত্রিকৃত, এখন আর কার কাছে যাবে ? বাবা বলেন, তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও যদি আমি- নিরাকার পরমাত্মার মতে চলো, তবে তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারো । অন্য কোনও গুরুর মত্ অনুসরণ করোনা । তোমরা জিজ্ঞাসা করো, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের

সম্পর্ক কি ? তিনি গড় ফাদার হলে তবে তো নিশ্চয়ই বাবার থেকে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত্ । এটা কারও বুদ্ধিতে আসেনা যে ফাদার মানেই রচয়িতা, যিনি একমাত্র স্বর্গের রচনা রচেছেন । যাই হোক তিনি নিরাকার । মানুষ তো এও জানেনা আত্মা নিরাকার । আত্মার রূপ কি ? পরমাত্মার রূপ কি ? আত্মা অবিনাশী এবং পরমাত্মাও অবিনাশী । প্রত্যেক আত্মার মধ্যে অবিনাশী পার্ট লিপিবদ্ধ করা আছে । মানুষ যখন এই সমস্তগুলো শোনে, তাদের বুদ্ধিতে পাক খেতে থাকে । যারা পূর্ব কল্পে উত্তরাধিকার লাভ করেছিল, তারাই পুরুষার্থের ক্রমানুসারে সবকথা বুঝতে পেরে যায় । এখন, বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে দৃঢ় নিশ্চয় আছে এবং বাবার প্রতিও তোমাদের লাভ্ আছে । শিববাবা এক ফরমান জারি করেছেন, খেতে শুতে আমায় স্মরণ করো । স্মরণের অভ্যাসে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা উঁচু পদও লাভ করবে । যদিও কেউ কেউ এখানে বসে আছে তবুও তাদের বুদ্ধি বাইরের জগতে বিচরণ করছে । ভক্তিমার্গে যেমন হয় । মায়ার রাজ্য যে, তাই না ! তোমাদের বুদ্ধি বাহ্যিক জগতে ঘুরে বেরালে জ্ঞান ধারন করতে তোমরা অপারগ হবে । খুব মুশকিলের সাথে হয়তো কয়েকজন বাবার নির্দেশে চলে । বাবা বলেন, তোমাদের মাথার উপর পাপের ভারী বোঝা এবং এই কারণে রাত্রি জেগে আমাকে স্মরণ করো, তোমরা সহায়তা লাভ করবে । চলতে ফিরতে আমাকে স্মরণ করার অভ্যাস করো । ভোজন বানানোকালীন স্মরণ করতে অনেক মেহনত দরকার । তোমরা বারংবার বাবাকে ভুলে যাও । বাচ্চারা, স্মরণের এই অভ্যাস তোমাদের যথার্থভাবে করতে হবে । ২৪ ঘন্টার মধ্যে তো ১৬ ঘন্টাই তোমরা ফ্রি । সুতরাং, নিশ্চয়ই করে আট ঘন্টা তোমাদের স্মরণে থাকতে হবে । তোমরা কর্মযোগী । বাবা বলেন, সবকিছু করতে করতেই আমার স্মরণে থাকো । সাধারণ নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করলে ঘরে বসেই প্রচুর উপার্জন করতে পারো । গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিরাও আসবে কিন্তু তখন সেটা হয়ে যাবে টু লেট । তোমাদের মধ্যেও অনেকে বলে, আমি লক্ষ্মীকে অথবা নারায়ণকে বরণ করব, অথচ মুহুর্মুহু ভুলে যায় । এইরকম অনেক আছে যারা বলে, এই কথা আমার বুদ্ধি মানতে নারাজ যে, শিববাবা এঁনার মধ্যে আসেন ; হয়তো কোনও শক্তি আছে, আকর্ষণ আছে । যাই হোক, বাচ্চারা বাবাকে বুঝতে পারেনা, কারণ শাস্ত্রে বলা হয়নি বাবা আসেন । গীতা সবচেয়ে উঁচু শাস্ত্র । সেখানেও মানুষের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে । তাহলে, উচ্চতম থেকেও উচ্চ ভগবানের নাম কিভাবে নীচের দিকের শাস্ত্রে হতে পারে ? বাবা বলেন, তারা কত বড় ভুল করেছে ! আমি এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছি । কৃষ্ণকে তো শ্যামসুন্দর বলা হয়ে থাকে । রাধা-কৃষ্ণই তো লক্ষ্মী-নারায়ণ হন । তাঁরাই পুরো ৮৪ জন্ম নেন । এমনকি তোমরা যদি ৮৪ লাখ জন্মের কথা বলো, তাহলেও লক্ষ্মী-নারায়ণই স্বর্গে প্রথম আসেন । বাবা বোঝান, তোমরা যারা দেবী-দেবতা ধর্মের তারা ৮৪ জন্ম নিয়েছ । তোমরাই ছিলে নাম্বার ওয়ান । তোমাদের রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । লক্ষ্মী-নারায়ণ তোমাদের মাতাপিতা ছিলেন । এখন তোমাদেরই রাজধানী গড়ে উঠছে । তোমরা এখনও সম্পূর্ণ হওনি, কিন্তু অবশ্যই তোমরা সেইরকম হয়ে যাবে । এই কারনেই তো তোমাদের সূক্ষ্ম বতনের সাক্ষাত্কার হয় । তোমরা নিজেদের সম্পূর্ণ ফরিস্তা মনে করো । ফরিস্তা হওয়ার পরে তারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হয় । তাঁদেরও সাক্ষাত্কার হয় তোমাদের । ততত্বম্ অর্থাত্ তোমাদের ক্ষেত্রেও তা' প্রযোজ্য, তোমরাও তৈরি হচ্ছ । কত স্পষ্টভাবে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় । আজকাল স্কুলগুলোতে গীতা পড়ানো হয়, যা পড়ে তারা দক্ষ হয়ে ওঠে এবংতারা নিজেরাই পরে অন্যদের পড়ায় । এইভাবে তারা পণ্ডিত হয়ে যায় । গীতা শোনার অনেক শ্রোতাই তাদের অনুগামী হয়ে যায় । তাদের কথা অতি মধুর, তারা খুব সুন্দরভাবে শ্লোক আবৃত্তি করে শোনায়, তাসত্ত্বেও তারা কিছু লাভ করেনা ; তারা তমঃপ্রধান হয়ে যায় । বাবা এসে তোমাদের সতোপ্রধান বানান, কিন্তু তোমরা সেটা হও পুরুষার্থের ক্রমানুসারে । সকল আত্মা শক্তিমান হতে পারেনা । একমাত্র বাবাকে সর্বশক্তিমান বলা হবে

। লক্ষ্মী-নারায়ণকে বলা যাবেনা । একমাত্র এই সময় তোমরা শক্তির কথা বলো । এখন তোমরা তোমাদের রাজ্যপাটের অধিকার লাভ করছ । এখন তোমরা বরপ্রাপ্ত হচ্ছ । বাবা বলেন, অমর হও, দীর্ঘজীবী হও ! সত্যযুগে মৃত্যু তোমাদের কাছে আসতে পারবেনা । এমনকি 'মৃতু' শব্দের লেশমাত্র থাকবেনা । তোমরা বলবেনা অমুকের মৃত্যু হয়েছে, তোমরা বলবে- আমি এই পুরাতন দেহ ছেড়ে আরেক নতুন দেহ নেব । মহাকালেরও মন্দির আছে । তারা মন্দিরের ভিতরে শুধু শিবলিঙ্গ রেখে অনেক পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে । এমন অনেক পাথর আছে যার অভ্যন্তরে সোনা থাকে । তারা সেই পাথর খোদাই করে এর একটা নির্দিষ্ট আকার দেয় । নেপালে নদীর বালুতে সোনা বয়ে আসত । সত্যযুগে তোমাদের অনেক সোনার প্রাপ্তি হয় । এখন সোনা নেই, সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে । সমস্ত খনি শূন্য হয়ে গেছে । স্বর্গে সোনার মহল তৈরি হতো । আবারও একবার আমরা আমাদের স্বর্গের স্থাপনা করছি । এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা বাবাকে কখনও না দেখেই লেখে, বাবা আমরা তোমার হয়েছি । এখন তোমরা অমর হওয়ার জন্য শিববাবার থেকে অমরকথা শুনছ । বিশ্বাস থেকেই বিজয় প্রাপ্তি । বিশ্বাসও দৃঢ় হতে হয় । আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে বাবার প্রতি সম্পূর্ণ লাভ রাখতে হবে । বাবার ফরমান অনুসরণ করে মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে ।

২) জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্ম করতে করতে তোমাকে কর্মযোগী হতে হবে । আট ঘন্টার স্মরণের চার্ট অবশ্যই তৈরি করতে হবে ।

বরদানঃ- স্মৃতির মহত্ব জেনে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি বানিয়ে অবিনাশী তিলকধারী ভব

ভক্তিমার্গে তিলক অনেক মহত্বপূর্ণ । যখন রাজ্য হস্তান্তর হয়, তিলক লাগানো হয়, হিন্দু সতী-সাধ্বী রমণী এবং ভাগ্যেরও চিহ্ন তিলক । ভক্তিমার্গে স্মৃতি তিলকের অনেক মহত্ব । যেমন স্মৃতি তেমন স্থিতি । যদি স্মৃতি শ্রেষ্ঠ হয় তবে স্থিতিও শ্রেষ্ঠ হবে এইজন্য বাপদাদা বাচ্চাদের তিন স্মৃতির তিলক এঁকেছেন । স্ব-স্মৃতি, বাবার স্মৃতি এবং শ্রেষ্ঠ কর্মের জন্য ড্রামার স্মৃতি - অমৃতবেলায় এই তিন স্মৃতির তিলক লাগায় এমন অবিনাশী তিলকধারী বাচ্চাদের স্থিতি সদা শ্রেষ্ঠ থাকে ।

স্লোগানঃ- সর্বদা, অনবরত শুভ ভাবনা ভাবতে থাকলে সব কিছু শুভ হয়ে যাবে ।